যায়যায়দিন

তারিখ 29 SEP 2012

পৃষ্ঠা ৬

শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রকল্প

নৈতিক শিক্ষার দিকেও নজর দিন

একটি জাতির সার্বিক মানদণ্ড নিরুপিত হয় শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষায় অগ্রসর জাতির উন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়। যে কারণে শিক্ষা গ্রহণকে মৌলিক অধিকার করা হয়েছে, জোর দিয়ে বলা হয়েছে 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। তাছাড়া বর্তমান আধুনিক সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার বিকল্প অন্য কোনো কিছু ভাবা বোকামি সমতুল্য বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। শিক্ষার গুরুত্ব এতটা হলেও দুঃখজনক বাস্তবতা যে স্বাধীনতার চার দশক পেরিয়ে আমাদের দেশের গড় শিক্ষার হার মাত্র ৬৩ শতাংশ। বলা যায়, দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নিরক্ষরতার অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার এ চিত্র অনেকটা হতাশাজনকই বলা যায়। তবে সরকারের পক্ষ থেকে যে চেষ্টার ত্রুটি করা হচ্ছে, এমনটিও নয়। অন্যদিকে শিক্ষা নিয়ে যে মেতে ব্যবসা শুরু হয়েছে সেটিও পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। আমরা মনে করি, আধুনিক সভ্যতা ও তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে সার্বিক শিক্ষার মানোন্নয়নে এবং বর্তমান সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে প্রযুক্তিগত শিক্ষাগ্রহণ অপরিহার্য। গতকালের যায়যায়দিন জানাচ্ছে, শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকার আড়াই হাজার কোটি টাকার পাঁচ বছরমেয়াদি একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদনকৃত এ প্রকল্পটি শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে ইতিবাচক হবে বলে আমাদের ধারণা।

জানা যায়, চলতি বছরের জুলাই থেকে শুরু হওয়া এ প্রকল্পটি ২০১৭ সালের জুন মাসের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের আওতায় উপজেলা, জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার কলেজগুলোর শিক্ষার অপর্যাপ্ত সুযোগ নিরসন করা হবে। দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরকার নিয়ন্ত্রিত হলেও সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে। ফলে কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ প্রযুক্তিগত শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছে। কলেজ পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ, বিজ্ঞানাগার নির্মাণ, কম্পিউটার, ইন্টারনেট সুবিধাসহ আনুষঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ বৃদ্ধি করা হবে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়। আমরা লক্ষ্য করেছি আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ছোঁয়া লেগে শহর এবং তৃণমূলের কলেজ পর্যায়ের বেশিরভাগ তরুণ শিক্ষার্থীর হাতে হাতে পৌঁছে গেছে মোবাইল। মাল্টিমিডিয়া সুবিধা সংবলিত এসব ডিভাইস যোগাযোগ রক্ষা ও তথ্য আদান-প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হলেও এটির যথেচ্ছ ব্যবহারে বর্তমান সমাজ দিশাহারা হয়ে পড়েছে। বলতে গেলে এটি এখন অপরাধমূলক ও অসামাজিক কাজের বাহন হিসেবেই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং শুধু তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ালেই হবে না এটি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করাটাও সময়ের দাবি। গৃহীত এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান বৈষম্য দূর, সুষম শিক্ষা নিশ্চিত ও জেলা-উপজেলার শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ এ প্রকল্পের মাধ্যমে বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির প্রবর্তনসহ যেসব সুবিধা বৃদ্ধি পাবে যা জাতীয় শিক্ষানীতি ও সরকারের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

আমরা মনে করি, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে নৈতিক শিক্ষা গ্রহণও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নৈতিক শিক্ষা একজন মানুষকে সত্যিকার মানুষে পরিণত করে। নৈতিকতার অবক্ষয় হলে সমাজ নিক্ষিপ্ত হয় আস্তাকুঁড়ে, বিশ্ব মানবতা অশান্তির দাবানলে দগ্ধ হয়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার ওপরও সরকারকে গুরুত্বারোপ দিতে হবে। অস্বীকার করা যাবেনা যে, শিক্ষার আমূল গুণগত মানোন্নয়নের ওপরই একটি দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার ওপরও সরকারকে গুরুত্বারোপ দিতে হবে। অস্বীকার করা যাবে না যে, শিক্ষার আমূল গুণগত মানোন্নয়নের ওপরই একটি দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।